দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

# ডুমুরিয়ায় ৩০টি স্কুলে পানি : পাঠদান বন্ধ

■ ডুমুরিয়া (খুলনা) সংবাদদাতা

টানা বর্ষণে উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ২১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৩০টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও মাঠ বৃষ্টির পানিতে সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছে। ২০ হাজার হেক্টর জমির বীজতলা ডুবে গেছে। ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে। ২০টি বিলে ছোট-বড় ১ হাজার ২শ ৬২টি চিংড়ি ও সাদা মাছের ঘের সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে গেছে। এতে প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এদিকে কোথাও কোথাও শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহযোগিতায় বন্ধ হওয়া বিদ্যালয়গুলোর আশেপাশে মানুষের বাড়িতে, দোকানের বারান্দায়, রাইস মিলে কোনমতে পাঠদানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার, উপজেলার বন্ধ হওয়া বিদ্যালয়গুলো ঘুরে এবং এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রায় মাসব্যাপী টানা বর্ষণে উপজেলার নিম্নাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফসলি জমি, চিংড়ি ও সাদা মাছের ঘের, পুকুর ডোবা রাস্তাঘাট সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছে। খাল-নদীগুলো অবৈধভাবে দখল করে,মাছ চাষসহ ভরাট করে বসতবাড়ি তৈরি করায় বৃষ্টির পানি বের হওয়ার পথ না থাকায় দেখা দিয়েছে স্থায়ী জলাবদ্ধতা।

সূত্র জানান, স্থানীয় ভূমি অফিসের একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহযোগিতায় এসব খাল-নদী দখলে ভুয়া কাগজ তৈরি করা হয়েছে। আগামী ২ আগস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হবে। বন্ধ হওয়া বিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ডুবে যাওয়া বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে মাধবকাটি-বিলপাটিলিয়া, গুটুদিয়া পশ্চিমপাড়া, সাহস-নোয়াকাটি (মাঠের হাট), আরাজি ডুমুরিয়া, উত্তর চিংড়া, বাদুরগাছা, কুড়েরঘাটা, ঝরঝরিয়া, সিসা, শেখেরট্যাক, লতাবুনিয়া বাশতলা, কুলতলা শিতলাবাড়ী, পিডিএফ কদমতলা, সুন্দরবন, সাহস মধ্যপাড়া, ময়নাপুর, উত্তর বিলপাবলা, কাঠালতলা মঠ, মাগুরখালী, শোভনা তরুণ সংঘ, কাঞ্চনপুর, পশ্চিম পাতিবুনিয়া, তালতলা, কুশারউলা, খুড়িয়া, মির্জাপুর, আমুড়বুনিয়া, খরেরাবাদ, আকড়া, উড়াকাটা ও পশ্চিম বিলপাবলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অহিদুল ইসলাম জানান, বন্ধ হওয়া বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদান সাময়িক বন্ধ রয়েছে। তবে বিকল্পভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান খান আলী মুনসুর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সামছু-দৌজা বন্ধ হওয়া বিদ্যালয়সহ জলাবদ্ধ এলাকা পরিদর্শন করেছেন। অবিলম্বে পানি নিষ্কাশনের জন্য অবৈধ দখলদারিত্বে থাকা খালের বাঁধ, পাটা উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হবে বলে সূত্রটি জানায়।